সাম্যের গান – এম.আবু বকর সিদ্দিক

হোক হিন্দু অথবা মুসলমান
হোক বৌদ্ধ অথবা খৃষ্টান ,
কেন তোর বাঁকা হবে দৃষ্টি,
সবই এক আল্লার সৃষ্টি ৷
চেয়ে দেখ মেঘমালা ভাসে ওই জাতি ধর্ম ওরা বাছে কই ? সবার জমিতে নামে বৃষ্টি সবই এক আল্লার সৃষ্টি ৷৷ রবি, শশী বাছে কই ধর্ম ? সমভাবে করে সেবা কর্ম, মিষ্টি তো সব মুখে মিষ্টি সবই এক আল্লার সৃষ্টি ৷৷ ধর্মটা একান্ত যার যার
আগে চাই উত্তম ব্যবহার, মানে সবে যার যার কৃষ্টি
সকলেই আল্লার সৃষ্টি ৷৷
সবাইতো আদমের সন্তান
হানাহানি খুনাখুনি বেমানান,
হাসি মুখে কথা বল মিষ্টি
সকলেই আল্লার সৃষ্টি ৷৷

আসছে শীতকাল – সাইফ সালাহউদ্দীন

পুবদিগন্তে উঠেছে রবি আলোকিতহয়ে গেলো সৃষ্টিরসবই। এমনসময়হলপ্রভাত,
পার হয়ে গেল গত রাত।
এখনসকাল,
মিষ্টি রোদ উঠেছে আজ,
সবারজন্য এখনআনন্দের সময়
গরীব থেকে রাজাধিরাজ। আসছেসামনেশীতকাল
সকালের রোদ হয়েযাচ্ছে মিষ্টি, আস্তে আস্তেপড়ছেশীত
কারণশীতকাল তোমহানআল্লাহরসৃষ্টি। তবুমনেলাগেকষ্ট
গরীবদের যে শীতকালের নেইকনো বস্ত্র। এমনসময়তাদের করাউচিৎ বস্ত্র দান
কারণ এতে খুশিহবে স্বয়ংআল্লাহমহান।
গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত
সবই তোপ্রভুর দান,
যিনি এক ও অদ্বিতীয়,
এবংযিনিসকল ক্ষমতাবান।

সুনিপুণ অভিনয় – কনক কুমার প্রামানিক

এগিয়ে এসে ভাস্তে বলেন, কাকা কেমন আছেন
স্মিত মুখে নাড়িয়ে মাথা সুনীল বাবু হাসেন।
ভেতরে যতই হোকনা খারাপ বাইরে ঠিক রাখে
বললে কেউ সারা সময়ই সবাই ভালো থাকে।
ভেতরে যতই কষ্ট থাকুক মুখে হাসির বান বাইরে দেখতে সবই ঠিক হৃদয়ে অভিমান।

ভালো থাকার এ অভিনয়ে দেখি সবাই অভিনেতা
অভিনয় ওরা না শিখেও, যেন বিশ্ববিজেতা।
কষ্টের হাজার বোঝাগুলো মাথার উপর নিয়ে
প্রতিদিন সুখ ফেরি করে তবু বাড়ি বাড়ি গিয়ে।

আদিম অস্ত্র – শফিকুল মুহাম্মদ ইসলাম

কাব্য হলো ফুল বাগিচার
সুন্দর ফুলের ঘ্রাণ,
কাব্য হলো দেহের খোরাক
কবির হৃদয় প্রাণ।
কাব্যের মাঝে শুদ্ধতা পাই ইতিহাসের পণ,
অন্যায় দেখে সোচ্চার হয়ে লিখেন কবিগণ।
কাব্য হলো আদিম অস্ত্র নির্ভুল একটি দিক,
এপার ওপার দুই পাড়েতে সবই রাখে ঠিক।
প্রেমের কথা জ্ঞানের কথা নিত্য বলে যায়,
অত্যাচারের শিকল ছিঁড়ে লাথিমারে পায়।
কলম সৈনিক লিখে দৈনিক হয় না কোনো ভুল,
প্রতিবাদে প্রতিরোধে ছাড়ে না এক চুল।

নেতা – আহমাদ কাউসার

ভন্ড মশাই দ্বন্দ্ব বাধায়
নাম দিয়েছে নেতা
পরের ধনে দৃষ্টি অতি
নিত্য থাকে চেতা।
সত্যবাদী পরম শত্রু
মারে তারে থাবা
সত্য কথা বললে কেহ
বলে তারে দাবা।
মন্দ পথে ছন্দ তুলে
চলছে খুশি মনে
আবোলতাবোল বলে মুখে
সখ্য নষ্টের সনে।

চার দেয়াল- নূর এ সিকতা

বিষন্ন মন!
এক আকাশ স্বপ্ন ভাঙ্গার গান,
শেকল পড়ার রুমঝুম শব্দ,
নিঃস্তব্ধ রাত্রি।

কয়েকটি দীর্ঘশ্বাস, কিছু হু-হতাশ
নির্ঘুম রাতে ভিজে বালিশ।

মুক্তির আশায় ডানা ঝাপটায়,
কিছু পালক খসে চার দেয়ালের বাধায়।

অন্ধকারের ভয়ে দেই চিৎকার।
কেউ না শুনে, তবুও প্রতিধ্বনি ফিরে

চারদেয়ালের কোণে।

পিঠার স্বাদ – আহমাদ কাউসার

মাঠের পরে মাঠে আজি
হলদে হাসির বান
মেঠো পথে সুবাস ছড়ায়
পাকা ধানের ঘ্রাণ।

ভোর বেলাতে শিশির ভেজায়
পথের ধারের ঘাস
পাড়ায় পাড়ায় চলছে এখন
আনন্দ,উচ্ছাস।

কৃষাণ বধু বানায় পিঠা
খেতে লাগে স্বাদ
পিঠার স্বাদে মুগ্ধ কৃষাণ
ভাঙে খুশির বাঁধ।

টাকা – পারভেজ হুসেন তালুকদার

টাকা হলে দুনিয়াটা
হবে পিছে মত্ত,
টাকা দিয়ে পাবে নাতো
খাটি মনুষ্যত্ব।

টাকা হলে গুণী নেতা
বলে তুমি গণ্য,

টাকাহীনা নীতি কথা
বলিলে সে ছন্ন।

টাকা হলে চারিদিকে
থাকে ভালো যত্ন,
তবু তুমি ভুলো নাকো
নীতি বড় রত্ন।

হেমন্ত এসে গেছে -পারভীন আকতার

ধান শীষ দোল খায়
ধনধান্য মোহে,
সর্ষে মন রূপ চায়
রূহানী রূহে।

কৃষক ঘরে শোরগোল
মাঠ ভরা ফুল,
তুলে এনে ধূম মারে
ঝরে পড়ে কূল।

হেমন্ত এসে বুকে ভরে ধান শীষ হাসি,
শীত রেশ সুর দেয়
রাখালের বাঁশি।

নবান্ন খুশি বাংলায়
শিশুরা হল্লায়,
আনন্দে মাতোয়ারা
মাঝি সব মাল্লায়।

কুয়াশার ভোর – মোঃ মজিবুর রহমান

অপেক্ষা আর করিও না
এসেছে কুয়াশার ভোর,
শীতের কাপনে ঠান্ডা শরীর
হয়েছে কান্তি দূর।

হতাশা, নিরাশা কোনো কিছু পারবে না আর ছুঁতে,
গরমের আবাস সব কেটেছে
শীতের শান্তি পেতে।

সূয্যিমামা রোজ হাসছে কুয়াশার ভোর পেয়ে,
ভালোবাসা দিয়ে মন রাঙ্গাচ্ছে আকাশের রং দেখিয়ে।

কত রঙ্গের পিঠা উৎসব
পাড়ায় পাড়ায় হায়,
খেজুরের রস খেলে তবে
কতো মজা পায়।